[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কাটায় প্রতিবেশীর দ্বিতল ভবন ধস

মেহেরপুরের গাংনীতে নজরুল ইসলাম নামের এক কলেজ শিক্ষককের খামখেয়ালিপনার কারনে প্রতিবেশী আব্দুল আলিমের দ্বিতীয় তলা ভবন ধসে যেতে বসেছে।

ইমারত নীতিমালা ও পৌরসভার ভবন আইন লঙ্ঘন করে মাটি কাটার কারনে বৃহস্পতিবার ভোরে গাংনী পৌর এলাকার ঈদগাঁ পাড়ার ঐ বাড়ির তলার নীচের অংশ ধসে গেছে। এ ঘটনায় ভবনের বাসিন্দারা আতংকিত হয়ে ভবন ছেড়ে বাইরে অবস্থান করছে।

অভিযুক্ত নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৌর মেয়র ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে ভুক্তভুগী আব্দুল আলিম।

বাড়ির মালিক আব্দুল আলিম বলেন, ১৯৯৫ সালে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের ঈদগাঁ পাড়াতে ৩ শতক জমির উপর দ্বিতলভবন নির্মান করে বসবাস করে আসছি। হঠাৎ গতকাল বুধবার হারদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও বানিয়াপুকুর গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম তার বাড়ির সাথে বাড়ি নির্মাণের জন্য এক্সকাভেটর মেসিন দিয়ে মাটি কাটা শুরু করে। মাটি কাটতে কাটতে বাড়ির নীচ পর্যন্ত চলে আসে। বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির নীচের অংশ ধসে যায়। এছাড়া ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনি এ ঘটনায় ক্ষতিপুরন ও দায়ি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৌর মেয়র ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে তিনি জানান।

আব্দুল আলিমের স্ত্রী জেসমিন খাতুন কান্না বিজড়িত কন্ঠে বলেন,

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩ তম বার্ষিক সদস্য সভা- ২০২২ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বোর্ডের সভাপতি জিনারুল হক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোস্তফা জামাল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আবু রায়হানসহ পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তা সাবেক পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বোর্ডরুমে এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । নির্বাচনে জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস সভাপতি এবং তুষার আহমেদ সচিব, সহ-সভাপতি গোলাম রসুল এবং কোষাধ্যক্ষ ফয়জুল্লাহ, পরিচালকের ভোটারাধিকার ফলে এই চারটি পদে নির্বাচনে জয়ী হন এক বছরের জন্য। সর্বমোট ১৩ জন পরিচালক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিল-হেরোইনসহ রাজিব ও রাজকুমার আটক

মেহেরপুর জেলা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেন্সিডিল ও ১০ গ্রাম হেরোইনসহ একাধিক মাদক মামলার আসামি রাজিব শেখ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে শহরের ভূমি অফিস পাড়ায় অভিযান চালিয়ে রাজিবকে আটক করা হয়। রাজিব একই এলাকার সোহরাব হোসেনের ছেলে। এছাড়াও শহরের ঘোষপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ রাজকুমারকে আটক করা হয়। অপরদিকে তাইজেলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫

গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তাইজেল পালিয়ে যায়।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সরোয়ার এর নেতৃত্বে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, ওসি (তদন্ত) সাজিবুর রহমান, ডিবির ওসি জুলফিকার আলী, ডিবির পরিদর্শক তরিকুল ইসলামসহ পুলিশের একাধিক এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান চালিয়ে রাজিবের বাড়ি থেকে ১৮ বোতল ফেন্সিডিল , ১০ গ্রাম হেরোইন, রাজকুমারের নিকট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন এবং তাইজেলের বাড়ি থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম জানান রাজীবের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের আরো ৮ টি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল।

চুয়াডাঙ্গায় গত ২৪ ঘন্টায় ৪২ জন করোনা আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গায় ধাপে ধাপে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা ।

চুয়াডাঙ্গায় বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪২ জন। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৯ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ৯ জনে।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ বৃহস্পতিবার ২৭৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে । এ সময় ৪২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ৯ জনে। বৃহস্পতিবার নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৮০২ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ৪ জন । চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. মোঃ সাজ্জাৎ হাসান আরো বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১৫.২১ শতাংশ।

মেহেরপুরে আবুল বাশার হত্যা মামলার মুল দুই আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আমঝুপি গ্রামের ভ্যান চালক আবুল বাসার হত্যা মামলার প্রধান আসামি রনি হোসেন ও রতন আলীকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছেন।

মেহেরপুর থানার তদন্ অফিসার (ওসি তদন্ত) সাজেদুর রহমানের নেতৃত্বে বুধবার (২ ফেব্রুয়ারী) বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল রনিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পারগোয়ালগ্রাম থেকে এবং রতনকে নিজ গ্রাম আমদহ থেকে গ্রেফতার করেন।

এরা দুজনেই আবুল বাসার হত্যা মামলার এজাহার নামীয় এক ও দুই নম্বর আসামী। আজ বৃহস্পতিবার (৩ ফেব্রুয়ারী) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার সাজেদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক রনি হোসেন সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের খায়রুল ইসলামের ছেলে ও স্প্রিড এনার্জি ড্রিংকস কোম্পানির স্থানীয় পরিবেশকের বিক্রয় প্রতিনিধি (এসআর)এবং রতন আলী িএই উপজেলার আমদাহ গ্রামের অজুত আলীর ছেলে ও মেহেরপুর পল্লিবিদ্যুত সমিতির কর্মচারী।

তিনি জানান, হত্যাকান্ড ঘটিয়ে তারা পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালানো হয়। বাকী আসামীদেরও গ্রেফতার করতে পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন।

উল্লেখ্য গত ২৬ জানুয়ারী সদর আমঝুপি গ্রামের আবুল বাসারের ছেলে মুদি দোকানি সালাউদ্দীনের সাথে রাস্তার উপরে স্পিডবেকার নির্মাণকে কেন্দ্র রতন ও রনি তাদের গাড়ীতে থাকা রড দিয়ে সালাউদ্দীনকে পেটাতে থাকে।
আবুল বাসার তার ছেলেকে বাঁচাতে আসলে, ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে তাকে রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।

নিহত আবুল বাশারকে হত্যার ঘটনায় তার ছেলে সালাউদ্দিন বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় ১৪৩/৩২৩/৩০৭/৩০২/৩৪/৫০৬/১১৪ ধারায় ৯ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৩০। তাং ২৭/১/২০২২।

গাংনীর চাঁদপুরে স্ত্রীর ওপর হামলার প্রতিবাদ করায় স্বামীসহ দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম

স্ত্রীর ওপর হামলার প্রতিবাদ করায় স্বামী রাসেল ও তার বড় ভাই সজল কে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে ইউসুফ আলী নামের এক ব্যাক্তি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর স্কুল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত রাসেল(৩৫) ও সজল(৪৩) ওই গ্রামের আহম্মেদ আলীর ছেলে। আহতদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে চাদপুর গ্রামের রাসেলের স্ত্রী মৌসুমী খাতুনকে রাস্তায় ডেকে নিয়ে বাশের লাঠি দিয়ে মারধর করে স্থানী ওই গ্রামের মৃত মাজেদ আলীর ছেলে ইউসুব। এসময় মৌসুমী অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। মৌসুমীর ওপর হামলার ঘটনা তার স্বামীর লোকজন জানতে পেরে ইউসুবকে বিষয়টি জানতে গেলে রাসেল ও তার বড় ভাই সজল কে রামদা ও ফলা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা ইউসুবকে ধাওয়া করলে ইউসুব পালিয়ে যায়। পরে রাসেল ও সজলকে গাংনী

উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে জরুরী বিভাগের চিকিৎসক তাদের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। এসময় ইউসুব আলীকেও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন তার লোকজন।

স্থানীয়রা আরো জানায়, ইউসুব এলাকার একজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ। তাকে দেখে এলাকার মানুষ আতংকে থাকে। মাঝে মধ্যেই এলাকার মানুষকে মারধর করে। ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ আইনগত ব্যবস্থা নিতে সাহস করেনা।

ইউসুব আলী জানায়, আমি পারিবারিক সমস্যায় আছি। আমার স্ত্রীকে নানা কথা লাগিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। আমি বিষয়টি জানতে চাইলে রাসেলের স্ত্রী আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। তাই তাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলেছিলাম। এনিয়েই তার স্মামীর লোকজন এসে আমাকে মারধর করে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এঘটনা জানতে পেরে ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে কষ্টিপাথর উদ্ধার

মেহেরপুর সরকারি কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে শীব লিংগের নিচের অংশ যা কষ্টিপাথর বলে প্রতীয়মান এমন ধরণের বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ বুধবার সরকারি কলেজের প্রশাসনিব ভবনের সামনে বাগান করার জন্য ট্রাক্টর দিয়ে মাটি সমান করার সময় বস্তুটি পাওয়া যায় । বস্তুটির ওজন ৬ কেজি ১৩৫ গ্রাম। পরে সেটি অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদারের কাছে নেওয়া হয়। এসময় সহকারী অধ্যাপক কাবিল উদ্দিন, প্রভাষক মীর মাহফুজ, প্রভাষক আন্দালিব উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, বস্তুটি পাওয়ার অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি মহোদয়কে জানান। পরে ডিজির নির্দেশনায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলে সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন নিহত ,অপরজন আহত

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ-দর্শনা সড়কে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শহিদুল ইসলাম নামে একজন নিহত ও মহাব্বত হোসেনর নামের অপরজন আহত হয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বুধবার (২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১০ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর মোড় এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে তারা দুজনেই গুরুতর আহত হন।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালের দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহিদুল ইসলাম মারা যান। নিহত শহিদুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের তাহেরুল ইসলামের ছেলে। এবং আহত মহাব্বত একই গ্রামের ইন্দুর আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শহিদুল ও মহব্বত সন্ধ্যার দিকে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল যোগে কেদারগঞ্জ আসার পথে বল্লভপুর মোড় এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দুজনকে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর শহিদুলের অবস্থার অবনতি ঘটে। তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফাড করেন। মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে

কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে, আহত মহব্বতের ডান পায়ের নিচের অংশ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থাও আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন তার পরিবারের লোকজন।